# ব্লাস্ট (*Pyricularia grisea*)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

## রোগ পরিচিতি

ব্লাস্ট ধানের একটি ছত্রাকজনিত রোগ। পাইরিকুলারিয়া গ্রিসিয়া (*Pyriculria grisea*) নামক একটি ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে এটি ধানের অন্যতম প্রধান রোগ। এ রোগটি বোরো ও আমন মৌসুমে বেশী হয় এবং চারা অবস্থা থেকে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যে কোনো সময় এ রোগ দেখা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চল ছাড়া প্রায় সব স্থানেই এ রোগ ধানের ক্ষতি করে থাকে। এটি পাতা ব্লাস্ট ও শীষ ব্লাস্ট নামে পরিচিত। অনুকূল অবস্থায় রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। রোগপ্রবণ জাতে রোগ সংক্রমণ হলে শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষতি হয়ে থাকে।

## রোগের বাহক ও রোগের প্রাথমিক উৎস

ব্লাস্ট রোগ বীজের মাধ্যমে এক মৌসুম হতে অন্য মৌসুমে ছড়ায়।এছাড়াও রোগাক্রান্ত গাছের জীবাণু, বাতাস ও পোকার মাধ্যমে এক জমি থেকে অন্য জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত বীজ ও আশেপাশের আক্রান্ত গাছ থেকেও এ রোগের জীবাণু এসে থাকে।

## রোগ চেনার উপায়

ব্লাস্ট রোগটি ধানের পাতা, গিট, শীষের গোড়া বা শাখা-প্রশাখা এবং বীজে আক্রমণ করে থাকে।

পাতা ব্লাষ্ট

### পাতা ব্লাস্ট:

আক্রান্ত পাতায় প্রথমে হালকা ধূসর বা নীলচে রঙয়ের ভিজা ভিজা দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামী রঙ ধারণ করে।দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। অনুকূল আবহাওয়ায় রোগটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং একাধিক দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত পুরো পাতা, এমনকি পুরো গাছটিই মারা যেতে পারে।

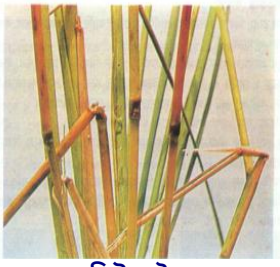

গিট ব্লাষ্ট

### গিট ব্লাস্ট:

গিট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়।জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয় না, ফলে আক্রান্ত গিটের উপরের অংশ মারা যায়।

### শীষ ব্লাস্ট:

শীষের গোড়া আক্রান্ত হলে সেখানে বাদামী দাগ পড়ে।শীষের গোড়া বা যেকোনো শাখা বা ধান আক্রান্ত হতে পারে। শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে সে অংশে পঁচে যায় এবং শীষ ভেঙ্গে পড়ে। ধান পুষ্ট হওয়ার পূর্বে রোগের আক্রমণের ফলে শীষের সব ধান চিটা হয়ে যায়।

শীষ ব্লাষ্ট

## রোগের অনুকূল পরিবেশ

- হালকা মাটি যার পানি ধারণ ক্ষমতা কম;
- ঠান্ডা আবহাওয়া ও পাতায় শিশির জমে থাকলে;
- অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে;
- রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার ও রোগপ্রবণ ধানের জাত চাষ করলে;
- জমিতে বা জমির আশেপাশে অন্যান্য পোষক গাছ বা আগাছা থাকলে।

## রোগ হওয়ার আগে করণীয়

- মাটিতে জৈব সার ব্যবহার এবং সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার করা;
- সুস্হ বীজ ব্যবহার এবং রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ, যেমন- **বোরো মৌসুমে:** বিআর ৩, বিআর ৬, বিআর ৭, বিআর ১২, বিআর ১৪, বিআর ১৬, বিআর ১৭, ব্রি ধান২৮ ও ব্রি ধান৪৫; **আউশ মৌসুমে:** বিআর ৩, বিআর ৬, বিআর ৭, বিআর ১২, বিআর ১৪, বিআর ১৬, বিআর ২০, বিআর ২১ ও বিআর ২৪ এবং **আমন মৌসুমে:** বিআর ৪, বিআর ৫, বিআর ১০, ব্রি ধান৩২, ব্রি ধান৩৩ ও ব্রি ধান৪৪ চাষ করা।

## রোগ হওয়ার পরে করণীয়

- রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে বিঘা প্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- আবহাওয়া অনুকূল হলে বিভিন্ন ধরণের ছত্রাকনাশক যেমন- নেটিভো ৭৫ ডব্লিউপি, এমিস্টার টপ, হিনোসান, বেনলেট, টপসিন এম, ইডিফেন ৫০ইসি, ট্রপার ৭৫ ডব্লিউপি, জিল ৭৫ ডব্লিউপি বা অন্যান্য ছত্রাকনাশক প্যাকেট বা বোতলের গায়ে লেবেলে অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

**আরো তথ্যের জন্য:**

**পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd**

**বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপ-সহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।**